নতুন কারিকুলামে পরীক্ষায় মূল্যায়ন ফলের সূচক হবে ‘লেটার’

এম এইচ রবিন
০৩ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় মূল্যায়ন ফলের সূচক হিসেবে আবার ‘লেটারে’ ফিরছেন নীতিনির্ধারকরা। ‘জিপিএ’ ও পরে ‘সিম্বল’ থেকে এখন আবার এমন উদ্যোগ। তবে এখনো চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকাশ করা হয়নি, চলছে ঘষা-মাজা। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্তর এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের যৌথ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় ‘মূল্যায়ন পদ্ধতি’ অনুমোদিত হলেও কমিটির সদস্যদের কিছু মতামতের কারণে তা প্রকাশ করা হয়নি।

তবে তাদের মতামত যুক্ত হলে ফের কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এনসিসিসির বৈঠকে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ হলেও ফল প্রকাশের সূচক হিসেবে গ্রেডিং, সিম্বল ও লেটার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় মতৈক্য হয় লেটারের বিষয়ে। তবে পরীক্ষা গ্রহণের সময় নিয়ে মতভেদ আছে।

জানা গেছে, নতুন কারিকুলামে ‘জিপিএ’ গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে ‘ত্রিভুজ’, ‘চতুর্ভুজ’ ও ‘বৃত্ত’ চিহ্ন দিয়ে ফলের সূচক প্রকাশের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় অভিভাবক মহলে। দীর্ঘদিনের ‘জিপিএ’তে অভ্যস্ত হয়ে নতুন

করে 'চিহ্ন' দিয়ে ফলের সূচক বুঝতে অসুবিধায় পড়েন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। নতুন কারিকুলামের সমালোচনা মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়েও আপত্তি তোলেন

তারা। এই প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন ফলের সূচক ফের পরিবর্তন করে 'লেটার' করা হচ্ছে। তবে এটি এখনো চূড়ান্ত নয়। এ জন্য এনসিসিসির সভায় অনুমোদন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীর নির্ধারিত পারদর্শিতা অনুযায়ী সাতটি স্কেল বা সূচকে ফল বা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হবে। সাতটি স্কেলের নাম হবে 'অনন্য', 'অর্জনমুখী', 'অগ্রগামী', 'সক্রিয়', 'অনুসন্ধানী', 'বিকাশমান' ও 'প্রারম্ভিক'। তবে রিপোর্ট কার্ডে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের ফলাফল আলাদাভাবে প্রকাশ হবে।

সাতটি স্কেলের ঘর ভরাট অনুযায়ী ফলাফল বোঝানো হবে। এখন সেটি না করে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে বোঝানো হবে। তবে লেটার গ্রেড এখনকার মতো নম্বরের ভিত্তিতে হবে না। পারদর্শিতার স্তর অনুযায়ী হবে।

এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষার (এসএসসি) মূল্যায়ন-কাঠামো চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত অংশের ওয়েটেজ হবে ৬৫ শতাংশ এবং কার্যক্রমভিত্তিক অংশের ওয়েটেজ ৩৫ শতাংশ। একেকটি বিষয়ের মূল্যায়ন হবে সর্বোচ্চ এক স্কুল দিবস (দিনে যতক্ষণ স্কুল চলে)। আগের মতো জিপিএর ভিত্তিতে ফল প্রকাশ হবে না। তবে ফলাফলের (রিপোর্ট কার্ড) বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য সাতটি স্কেলের ঘরে আলাদা ইংরেজি বর্ণ দিয়ে বোঝানো হবে। তবে পরীক্ষার সময় নির্ধারণের বিষয়ে পাঁচ ঘণ্টার কথা আলোচনা ছিল। এ ব্যাপারে এনসিসিসির সভায় আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে। চলতি বছর দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতেও চালু হয় এ শিক্ষাক্রম। ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে চালু হবে নতুন শিক্ষাক্রম। বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে পড়ছে, তারাই প্রথমবারের মতো নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষা দেবে। নতুন শিক্ষাক্রমে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু শিক্ষাবর্ষের ছয় মাস চলে গেলেও এটি প্রকাশ না করায় অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।